দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যোগ্য শিক্ষার্থী যাচাই সম্ভব নয়

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যার আলয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ভর্তি নামক মহাযুদ্ধের মাধ্যমে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অভিমত নেওয়া দরকার। কোনো রকম আলোচনা-গবেষণা ছাড়া 'ক্লাস্টার সিস্টেম' চালু করলে তা বুমেরাং হতে পারে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। ইউরোপীয় অধিকাংশ দেশে পড়তে হলে আইইএলটিএস-এ ভালো স্কোর দরকার (যা দ্বারা বোঝা যায় পরীক্ষার্থী ক্লাস লেকচার বুঝবেন কি না ইত্যাদি)। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে পড়ানো হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী যাচাই কি একক সমন্বিত প্রশ্নপত্র দ্বারা আদৌ সম্ভব? একজন আইনে পড়ার যোগ্য শিক্ষার্থী নাট্যকলায় ভর্তি হলে যেমন গুণী নাট্যকার বের হবেন না, ঠিক তেমনি একজন নাট্যকলায় পড়ার যোগ্য শিক্ষার্থী আইনে পড়লে ভালো জজ-ব্যারিস্টারও পাওয়া যাবে না। বিষয়ভিত্তিক যোগ্য প্রার্থী যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক আলাদা প্রশ্নপত্র। তাই সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন এমন পদ্ধতি চালু না হয় যে পদ্ধতি কুনোব্যাঙ তৈরি করে। কেউ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, আবার কেউ প্রতিভা জন্ম দেয়। তাই কাকে কোথায় স্থান দিতে হবে তা কর্তা-ব্যক্তিদেরই খুঁজে বের করতে হবে। বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণা ছাড়া কোনো পরীক্ষা পদ্ধতিই কাম্য নয়। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন সরকারি কলেজে পরিণত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে যাবতীয় বিষয় ভেবে দেখার বিনীত নিবেদন রইল।

মহসিন মিজান আপ্পি
আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা